# জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩

মাছে মাছে ভরবো দেশ গড়বো সোনার বাংলাদেশ

বিশেষ ক্রোড়পত্র ১৮ আষাঢ় ১৪২০/০২ জুলাই ২০১৩

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

---

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৮ আষাঢ় ১৪২০
০২ জুলাই ২০১৩

## বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের মৎস্যচাষি, জেলে, মৎস্যজীবী ও মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এই খাত কার্যকর অবদান রাখছে। এ ছাড়াও মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকার মৎস্যজীবী ও জেলেদের উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক। আধুনিক ও পরিকল্পিত উপায়ে মৎস্যচাষ, আহরণ, পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাই। আমি মনে করি এ বছর জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য **মাছে মাছে ভরবো দেশ, গড়বো সোনার বাংলাদেশ** অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নে সম্ভাবনাময় মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তাই এই খাতের সার্বিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলে নিষ্ঠার সাথে কাজ করবেন- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল হামিদ

---

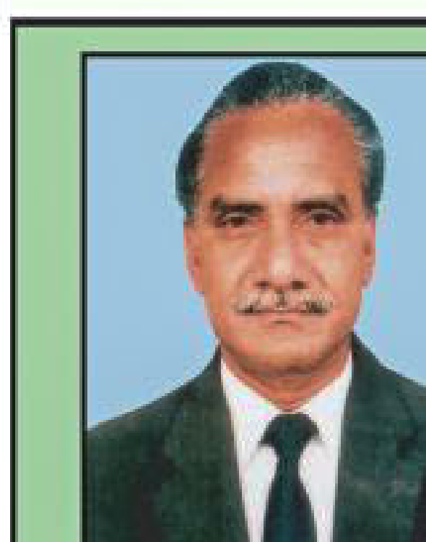

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

১৮ আষাঢ় ১৪২০
০২ জুলাই ২০১৩

## বাণী

রুপসী বাংলার রুপালি ফসল মাছ যা মিশে আছে আবহমান বাংলার ঐতিহ্যের সাথে। আর তাই **মাছে ভাতে বাঙালি** পরিচয় আমাদের জাতিগত ইতিহাসের অংশ। সুস্থ জাতি গঠনে অত্যাবশ্যক প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে মাছের অবদান অনস্বীকার্য।

দেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসাধারণের নিরাপদ ও সহজলভ্য প্রাণিজ আমিষের যোগানে মৎস্য খাতের অবদান যেমন সর্বজনস্বীকৃত, তেমনি বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য খাত অসামান্য অবদান রাখছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য হিসেবেও মাছের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। অপার সম্ভাবনাময় মৎস্য খাতের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এ খাতের সকল সম্পদের সর্বোচ্চ ও সহনশীল ব্যবহার প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক ও মৎস্যবান্ধব সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সকল শ্রেণি ও পেশার জনসাধারণের অংশগ্রহণে একটি সামাজিক আন্দোলন সূচিত হয়েছে। এ আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মৎস্য খাতের উন্নয়নের গতিধারাকে আরো সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টায় ব্যাপক জনসচেতনতা এবং জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছরের ন্যায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর এবারও **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। এবারের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের শ্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে **মাছে মাছে ভরবো দেশ, গড়বো সোনার বাংলাদেশ**। এ উপলক্ষে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলে দেশের রুপালি মৎস্যসম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে, অবদান রাখবে একটি বিজ্ঞানমনস্ক, নিষ্ঠাবান ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে।

আমি **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** এর সকল কর্মকাণ্ডে দেশের আপামর জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। সফলতা কামনা করছি মৎস্য সপ্তাহে গৃহীত সকল প্রয়াসের। এ কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, এমপি

---

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ আষাঢ় ১৪২০
০২ জুলাই ২০১৩

## বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের প্রতিপাদ্য **মাছে মাছে ভরবো দেশ, গড়বো সোনার বাংলাদেশ** অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রাকৃতিক জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। দেশের মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে সরকারের ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে গত চার বছরে এ খাতে ৬.২২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে রেকর্ড ৯২ হাজার ৪৭৯ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে প্রায় ৪ হাজার ৭০৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। আমরা আন্তর্জাতিক আদালতে আইনি লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে গভীর সমুদ্রে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিপুল জলসম্পদের মালিকানা অর্জন করেছি। এ অর্জন মৎস্য আহরণ ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রকে আরও প্রশস্ত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

বর্তমান সরকার প্রথমবারের মত জেলেদের নিবন্ধন ও আইডি কার্ড প্রদানের এক যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জেলে সমাজের উন্নয়নে আমাদের এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

লাগসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

---

প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

১৮ আষাঢ় ১৪২০
০২ জুলাই ২০১৩

## বাণী

**মাছে মাছে ভরবো দেশ, গড়বো সোনার বাংলাদেশ** এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী-জেলেসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান অপরিসীম। দেশের আপামর জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্যসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। দেশের মৎস্যসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন সাধনে সমন্বিত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং আধুনিক উপায়ে পরিকল্পিত মৎস্যচাষ, আহরণ ও ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। আর এ সকল কর্মকাণ্ড দেশব্যাপী প্রচারের জন্য **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** উদ্‌যাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের আপামর জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য সেক্টরের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশা করি।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্ভাবনাময় মৎস্য খাতের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** এর সাফল্য কামনা করি।

মোঃ আব্দুল হাই, এমপি

---

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

১৮ আষাঢ় ১৪২০
০২ জুলাই ২০১৩

## বাণী

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বিধৌত গাঙ্গেয় বদ্বীপ আমাদের বাংলাদেশের বিশাল অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলরাশিতে রয়েছে মৎস্য উৎপাদনের অমিত সম্ভাবনা। সমুদ্র বিজয়ের প্রেক্ষাপটে অর্জিত বিশাল ও সম্প্রসারিত সামুদ্রিক এলাকায় আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এ সুযোগ ও সম্ভাবনাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশাল এ জলজ সম্পদের সর্বোত্তম এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণ সম্ভব।

এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের সাধারণ মানুষকে মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন এবং এ সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। এ মৎস্য সপ্তাহের মূল উদ্দেশ্য হলো মৎস্যসম্পদের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ভিতকে আরও শক্তিশালী করা এবং প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণে দেশবাসীকে অধিকতর সচেতন ও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা।

বর্তমান মৎস্যবান্ধব সরকার অপার সম্ভাবনাময় এ খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিসহ দেশের সামাজিক ও সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ খাতের প্রবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বাড়াতে হবে। এজন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা ও পেশাজীবীসহ সকল মহলে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গড়ে তুলতে হবে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদনের সামাজিক আন্দোলন। **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ দেশের জলজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

**মাছে মাছে ভরবো দেশ, গড়বো সোনার বাংলাদেশ** এবারের এ শ্লোগান প্রতিপাদ্য বিষয়কে সফল করে তুলবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত

---

## বাংলাদেশের মৎস্য খাত: সাফল্য ও সম্ভাবনা

সৈয়দ আরিফ আজাদ
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
e-mail: dg@fisheries.gov.bd
Web: www.fisheries.gov.bd

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রায় ৬০% আমিষের যোগান দেয় মাছ। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২-এর তথ্যমতে এদেশের মোট দেশজ উৎপাদ বা জিডিপি'র ৪.৩৯ শতাংশ এবং মোট কৃষিজ আয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২২.৭৬ শতাংশ) মৎস্য খাতের অবদান। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক বা প্রায় ১৬৫ লক্ষ লোক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। দেশের রপ্তানি আয়ের ২.৪৬ শতাংশ আসে মৎস্য উপখাত হতে। বিগত চার বছরে এ খাতে বার্ষিক অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৬ লক্ষাধিক লোকের।

### মৎস্য সেক্টরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা

**১. মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান:** দেশের মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করে। দেখা যায়, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ২৫.৬৩ লক্ষ মে.টন, বর্তমান সরকারের মৎস্য-বান্ধব কার্যক্রম এবং চাহিদা মাফিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ফলে ২০১১-১২ অর্থ বছরে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩২.৬২ লক্ষ মে.টন। চলতি ২০১২-১৩ বছরে মৎস্য উৎপাদন ৩৪.০০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমান সরকারের চার বছরে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬.২২ শতাংশ। প্রবৃদ্ধির এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০১৪-১৫ এবং ২০২০-২১ সালের মধ্যে দেশে মৎস্য উৎপাদন যথাক্রমে ৩৭.০০ ও ৪৫.৫০ লক্ষ মে.টন অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়।

দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে দেশের ১১ শতাংশের অধিক লোক তাঁদের জীবন-জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য উপখাতের ওপর নির্ভরশীল। মৎস্য সেক্টরে সংশ্লিষ্ট এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ১০ শতাংশ নারী, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক শতাংশ। এছাড়াও উল্লিখিত সময়ে অর্থাৎ বিগত চার বছরে এ সেক্টরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অতিরিক্ত বার্ষিক ৬ লক্ষাধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।তাছাড়া বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায়, বর্তমানে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই নারী।

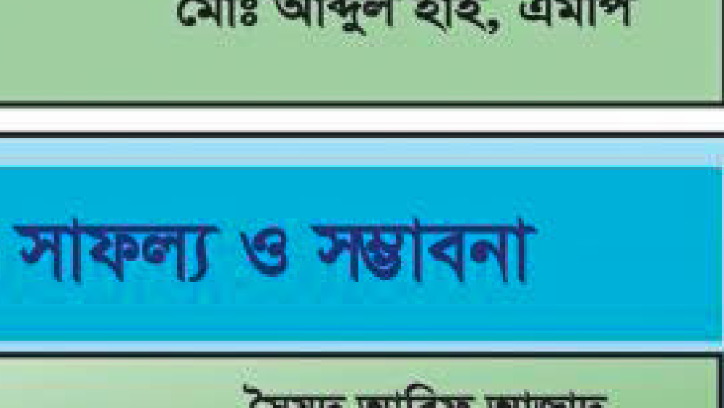

**২. জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন:** ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল হচ্ছে জাটকা সংরক্ষণ এবং মা ইলিশ রক্ষা। মা ইলিশ রক্ষা পেলে এবং প্রধান প্রজনন মৌসুম সুরক্ষা করা সম্ভব হলে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশের নিরাপদ প্রজননের জন্য প্রতি বছর আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার দিনসহ আগের পাঁচ দিন ও পরের পাঁচ দিন (মোট ১১ দিন) উপকূলীয় এলাকাসহ দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধ করে আইন সংস্কার করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০১২-১৩ বছরে জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য জাটকা সমৃদ্ধ ১৬টি জেলার ৮৮টি উপজেলায় ২,০৬,২২৯টি জাটকা মৎস্যজীবী-জেলে পরিবারের মধ্যে পরিবার প্রতি মাসিক ৩০ কেজি হারে চার মাসের (ফেব্রুয়ারি-মে) জন্য রেকর্ড পরিমাণ ২৪.৭৫ হাজার মে.টন খাদ্য-শস্য প্রদান করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বের সাত বছরে জেলেদের সহায়তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬.৯১ হাজার মে.টন। পক্ষান্তরে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে খাদ্য-শস্যের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে বর্তমান বছরসহ সাড়ে চার বছরে মোট ৮৭.০৬৯ হাজার মে.টন খাদ্য শস্য প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-১৩ বছরে ১০ হাজার সুফলভোগীকে বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগলপালন, ভ্যান/রিক্সা চালানো, সেলাই মেশিন, ইলিশ ধরার জাল প্রদান, খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি আয়-বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ইলিশ ও জাটকা বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম আরও বেগবান ও কার্যকর নিমিত্ত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক একটি অত্যাধুনিক জলযান ক্রয় করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ইলিশের উৎপাদন ছিল ৩ দশমিক ৪৭ লক্ষ মে.টন, যার বর্তমান বাজার মূল্য ১২ হাজার কোটি টাকার ওপর। বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত মাছের এক-দশমাংশের অধিক আসে শুধু ইলিশ থেকে। কাজেই একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। সর্বোপরি উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা নির্বাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রায় ৫.০০ লক্ষ লোক ইলিশ আহরণে সরাসরি নিয়োজিত এবং প্রায় ২০ লক্ষ লোক ইলিশ পরিবহন, বিক্রয়, জাল ও নৌকা তৈরি, বরফ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানি ইত্যাদি কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত।

**৩. পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম ও বিল নার্সারি স্থাপন:** উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-১৩ বছরে দেশব্যাপি ৭২৭ মে.টন গুণগত মানসম্পন্ন ও বিপন্নপ্রায় প্রজাতির পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। বিগত চার বছরে মোট পোনামাছ অবমুক্তির পরিমাণ প্রায় ২৩২৮ মে.টন। এ পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রমের ফলে বার্ষিক প্রায় পাঁচ হাজার মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে এবং ইতোমধ্যেই অনেক বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছের আবির্ভাব ঘটেছে। তাছাড়া বর্তমান সরকারের আমলে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় দেশে প্রথমবারের মত বিল নার্সারি কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। গত চার বছরে ৪৩৮টি বিল নার্সারি স্থাপিত হয়েছে। ২০১২-১৩ বছরে বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে ২১০টি। প্রাথমিক তথ্যে দেখা যায়, এ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে বার্ষিক প্রায় দুই হাজার মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে এবং জলমহালের ওপর নির্ভরশীল জেলে/সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধিসহ স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

**৪.পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ:** চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি খামারে উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়েছে। এ সমস্ত খামারে পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের পাশাপাশি সমন্বিত চিংড়ি-শস্য/সবজি চাষ ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হচ্ছে। জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। আশা করা যায়, এ নীতিমালা মোতাবেক পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, চাষি প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে চিংড়ি খামার থেকে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি একটি স্থায়িত্বশীল চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন সম্ভব হবে। নানাবিধ অপপ্রচার ও নেতিবাচক কার্যক্রমকে মোকাবেলা করে এ ক্রমবর্ধনশীল শিল্পকে অধিক স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর সরকারি-বেসরকারি সকল Stakeholder সমন্বয়ে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

**৫. সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন:** অভ্যন্তরীণ জলসম্পদের দুই-তৃতীয়াংশের অধিক প্লাবনভূমি। বিপুল এ জলসম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যেই জলাশয় সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী/জেলেদের সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা(CBFM)'র ধারণা বিদ্যমান জলমহাল নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেশের সকল জলমহালে এ ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে সমাজভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সরকারের বিগত চার বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ৪৩৩টি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় বিগত সাড়ে চার বছরে স্থাপিত ৪৩৩টি সহ দেশব্যাপি প্রায় ৫০০টি অভয়াশ্রম স্থানীয় সুফলভোগী কর্তৃক সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি যথা-চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংরা, মেনি, রাণী, সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলী, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে।

**৬.মৎস্য আইন বাস্তবায়ন:** মৎস্য খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি ইত্যাদি উদ্যোগকে সামনে নিয়ে বর্তমান সরকার কর্তৃক মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্য খাদ্য বিধিমালা ২০১১ প্রণয়ন করেছে। পাশাপাশি মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ এবং মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১ প্রণীত হয়েছে। প্রণীত এসব আইনের আওতায় মৎস্য হ্যাচারি ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানার নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দি প্রটেকশন এন্ড কনজার্ভেশন অব ফিস রুলস ১৯৮৫ সংশোধন করে ৪টির স্থলে ৫টি এলাকায় ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষণা এবং ইলিশের ভরা প্রজনন মৌসুমের কাল সংশোধন করা হয়েছে। তাছাড়া সরকার নভেম্বর, ২০১১-এ প্রকাশিত গেজেটের মাধ্যমে ১ (এক) সেমি বা তার চেয়ে কম ব্যাসের বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট জালের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। দেশিয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ আরও কার্যকর করার নিমিত্ত মৎস্য সংরক্ষণ আইন সংশোধন কল্পে জালে ধৃত মাছের আকার ও সময় পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সম্প্রতি দেশে আফ্রিকান মাগুর মাছ চাষ নিষিদ্ধ ও জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করার বিধান রেখে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০-এর সংশোধন করা হয়েছে। তাছাড়া জাটকা ধরার সর্বনিম্ন আকার ২৩ সে.মি.-এর পরিবর্তে ২৫ সে.মি. নির্ধারণসহ জব্দকৃত মাছ নিলামের পরিবর্তে গরীব-দুঃস্থ ও এতিমখানায় বিনামূল্যে বিতরণের বিধান সংযুক্ত করে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০-এর সংশোধন করা হয়েছে।

**৭. মৎস্যজীবী-জেলেদের পরিচয়পত্র প্রদান:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগে বর্তমান সরকার কৃষকদের মত দেশের প্রকৃত জেলেদের শনাক্ত করে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশব্যাপী প্রায় ২০ লক্ষ মৎস্যজীবী-জেলের মধ্যে ২০১২-১৩ বছরে প্রায় দুই লক্ষ মৎস্যজীবী-জেলেদের পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা যায় ২০১৩-১৪ বছরের মধ্যে প্রকল্পের আইডি কার্ড প্রদানের ইপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। এ কার্যক্রমের ফলে প্রকৃত জেলেদের জলমহাল ব্যবস্থাপনায় অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সরকারি প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান সহজতর হবে। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে (ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি) জীবননাশ ঘটলে জেলে পরিবারকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে।

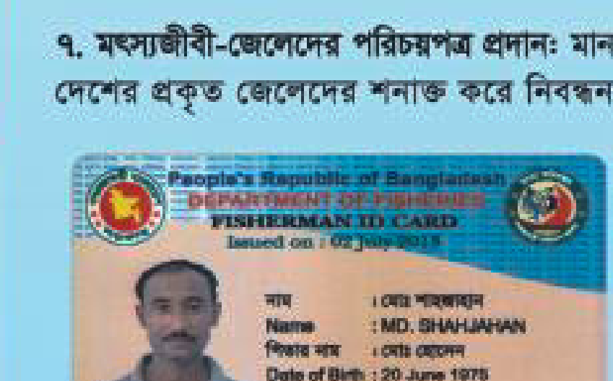

People's Republic of Bangladesh
DEPARTMENT OF FISHERIES
FISHERMAN ID CARD
Issued on : 02 July 2013
নাম : মোঃ শাহজাহান
Name : MD. SHAHJAHAN
Date of Birth : 20 June 1975
Sex : Male
The Holder is a Fisherman of Bangladesh
Director General

**৮. বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ নিবিড়করণ:** দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যেই রুই জাতীয় মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাঙ্গাস, কৈ, শিং, মাগুর ও তেলাপিয়া উৎপাদনের এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে চাষি প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে দেশের ৩.৭১ লক্ষ হেক্টর পুকুর-দীঘিতে বার্ষিক হেক্টর প্রতি গড় মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৩.৬২ মে.টন। চাহিদা ভিত্তিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সব পুকুর-দীঘি লাগসই মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হলে আগামী ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৪.০ মে.টন এবং ২০২০-২১ সালের মধ্যে ৫.০ থেকে ৬.০ মে. টনে উন্নীত করা সম্ভব।

**৯. মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন:** বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, বরোপিট, হাওর-বাঁওড় ও নদী-নালা মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবাধ বিচরণের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ সকল জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে উন্নয়ন করে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১২-১৩ সালে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রায় ১৯২০ হেক্টর জলাশয় উন্নয়ন করা হয়েছে। বিগত সাড়ে চার বছরে প্রায় ৫৬২৭ হেক্টর অবক্ষয়িত জলাশয় মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় খনন করা হয়েছে। এ সকল জলাশয় উন্নয়নের ফলে বার্ষিক গড়ে প্রায় ৩০০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া একটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ জেলাধীন মৎস্যভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত মধুমতি বাঁওড়ের (দৈর্ঘ্য ৯.৩ কি.মি.) আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রাচুর্য বৃদ্ধির উদ্যোগ হয়েছে। ২০১২-১৩ বছরে এ বাঁওড়ে মোট প্রায় ১.৬৫ লক্ষ ঘণমিটার মাটি খনন করা হয়। দেশব্যাপি অন্যান্য অবক্ষয়িত জলাশয়সহ ঐতিহ্যবাহী হুরা সাগর নদী পুনঃখননের মাধ্যমে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

**১০. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা:** বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন মূলত আহরণ নির্ভর। উপকূলব্যাপী ৭১০ কি.মি. দীর্ঘ তটরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের বিশাল সুযোগ রয়েছে। অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদের ন্যায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মৎস্যজীবীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত প্রায় ২.৭০ লক্ষ মৎস্যজীবীর পরিবারের অন্যূন ১৩.৫০ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে উপকূলীয় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মাধ্যমে। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে UN Permanent Court of Arbitration এর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় ১,১১,৬৩১ বর্গ কি.মি. এলাকায় মৎস্য আহরণে আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে নতুন নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিত করে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এ সম্পদ প্রত্যক্ষ জরিপের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য ফিসিং গ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণ, মৎস্যসম্পদের প্রজাতিভিত্তিক মজুদ নিরূপণ এবং সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণমাত্রা নির্ণয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে চলমান বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয় করে সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণের নিমিত্ত পেলাজিক, ডিমারসেল এবং ল্যান্ডবেইজড জরিপ পরিচালনা করার লক্ষ্যে একটি গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ক্রয় প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত প্রকল্প হতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত স্যাটেলাইট প্রযুক্তি নির্ভর Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের উপকূলীয় জেলেদের মাঝে পরীক্ষামূলকভাবে জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী ও মাছ ধরার সরঞ্জামসহ মোট ৬০টি Fiber Re-enforced Plastic (FRP) নৌকা বিতরণ করা হয়েছে এবং আরও ৫৮টি নৌকা বিতরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

**১১. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি এবং স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সরবরাহ:** আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার। এ সমস্ত পরীক্ষাগারে LC-MS/MS মেশিনসহ ELISA, AAS ও PCR মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকার সাভারে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি রেফারেন্স ল্যাবরেটরি স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মাছ ও চিংড়ির মাননিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান কার্যক্রমের সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১১ সালের মার্চ মাসে ইইউ মিশন-এর সুপারিশে মৎস্য পণ্য রপ্তানিতে আরোপিত ২০% বাধ্যতামূলক পরীক্ষা করার বিধান প্রত্যাহার করা হয়েছে। চিংড়ি সেক্টরে ট্রেসিবিলিটি সিস্টেম কার্যকর করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যেই প্রায় ২.০৭ লক্ষ চিংড়ি খামার ও প্রায় ১০ হাজার রপ্তানিযোগ্য ফিনফিস (প্রধানত পাঙ্গাস, কৈ, তেলাপিয়া ও শিং-মাগুর)-এর খামার রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের নির্ধারিত মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি রেগুলেশন কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ২০১১-১২ অর্থবছরে ৯২৪৭৯ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশ আয় করেছে প্রায় ৪৭০৪ কোটি টাকা। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০২-০৩ সালে ৪৭.৩৭ হাজার মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে দেশ ১৯৪২ কোটি টাকা আয় করে, সেখানে ১০ বছরের ব্যবধানে ২০১১-১২ সালে রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে ৯২.৪৮ হাজার মে.টনে দাঁড়িয়েছে এবং এ থেকে আয় প্রায় আড়াইগুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ৪৭০৪ কোটি টাকা।

অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সংরক্ষণ এবং বিপণনের বিষয়েও সরকার বিশেষভাবে সচেষ্ট রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর নিরাপদ মাছ প্রাপ্তির লক্ষ্যে মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যার মাধ্যমে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য বাজার ও আড়তগুলোতে সচেতনতা সভা করার পাশাপাশি আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে। মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী ও মৎস্য আড়ত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ৮০টি ফরমালিন ডিটেকটিং ডিজিটাল কিট বিতরণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলায় এ ডিটেকটিং কিট সরবরাহ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

**১২. প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ:** রুই-কাতলা জাতীয় মাছের অন্যতম প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী, লবণাক্ত ও আধা-লবণাক্ত মাছের অন্যতম চারণক্ষেত্র (nursery ground) সুন্দরবন এবং মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ বাঁওড় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তর নিবিড় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। বর্তমান সরকার প্রাকৃতিক পোনার উৎসস্থল হালদা নদী রক্ষায় ১,৩২১.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নানামুখী কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছে। এর ফলে ২০১২ সালে বিগত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫৬৯ কেজি রেণু আহরিত হয়েছে। ২০১৩ সালে প্রথম ধাপে (৪-৫ মে ২০১৩ খ্রি.) ইতোমধ্যেই ৬২৫ কেজি রেণু সংগৃহীত হয়েছে। আশা করা যায় প্রতিবারের ন্যায় দ্বিতীয় ধাপেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেণু সংগৃহীত হবে। তাছাড়া মৎস্য অধিদপ্তর ৭টি জেলার হাওর অঞ্চল চিহ্নিত করে ডেটাবেইজ তৈরির মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে ২০ বছরের জন্য এক উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

**১৩. মানব সম্পদ উন্নয়ন:** মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত সকল উন্নয়ন কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১২-১৩বছরে ২.৪৩ লক্ষ জনকে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে ও ১০৩ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরে জনবল সঙ্কট এবং মৎস্য সেবা কার্যক্রমের বর্ধিত চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকারের সময়ে দু'টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২,৭১৪ জন স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মী বা লিফ উন্নয়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১১০ জন মহিলা।

৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্স সম্পন্ন করার মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরে মধ্য পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মৎস্য হ্যাচারি, মৎস্য খামার, মৎস্য খাদ্য কারখানা, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, এনজিও ইত্যাদিতে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে দক্ষ প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় চাঁদপুরে মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি বছর ২৫ জন করে বিগত চার বছরে মোট ১০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। আশা করা যায় বর্তমান সরকারের সময়েই ডিসেম্বর ২০১৩-এ প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীগণ ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ ডিগ্রী অর্জনে সক্ষম হবে। ক্রমবর্ধিষ্ণু এ মৎস্য সেক্টরের মধ্য পর্যায়ে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের ব্যাপক চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় এনে বর্তমান সরকার কর্তৃক গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং সিরাজগঞ্জ জেলায় আরও তিনটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী চারটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট-এ প্রতি বছর ৪০ জন করে মোট ১৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা সম্ভব হবে।

**১৪.বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি:** মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ বছরে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ২৭টি উন্নয়ন প্রকল্প ও একটি কর্মসূচির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ১২২৯১৪.০০ লক্ষ টাকা। এছাড়াও ২০১২-১৩ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ২০টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত পশ্চাদপদ এলাকার মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এসকল বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে অবক্ষয়িত জলাশয় সংস্কার, মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পোনা অবমুক্তি ও বিল নার্সারি স্থাপন, বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

### উপসংহার

চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ, খাস জলাশয়সমূহ জৈবিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন, আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চাষ পদ্ধতি নিবিড়করণ ও বহুমুখীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে মৎস্য ও জলজসম্পদ রক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তি কার্যকরভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন আগামী ২০১৪-১৫ সাল নাগাদ ৩৬.৯৬ লক্ষ মে.টন এবং ২০২০-২১ সাল নাগাদ ৪৫.৫০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এর ফলে মাছ ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজ সম্পদের দায়িত্বশীল উৎপাদন নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি দেশিয় খাদ্য নিরাপত্তা বিধান, আপামর জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তি নির্ভর, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে মৎস্য অধিদপ্তর তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

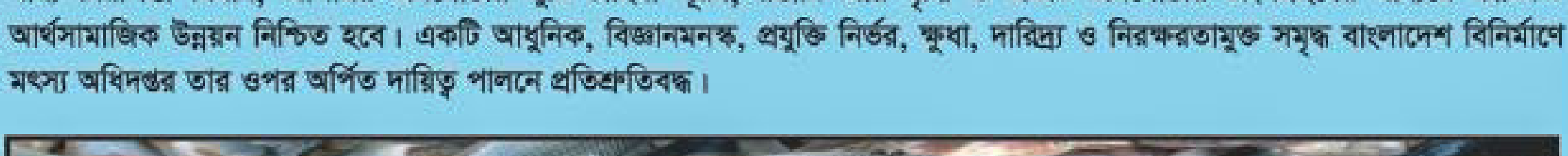

সৌজন্যে: ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহ্যাবিলিটেশন প্রোজেক্ট